অর্থনীতি প্রথম পত্র

অধ্যায় ২য়ঃ ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

সাজেশনের প্রশ্ন ও উত্তর

জ্ঞানমূলক

১। উপযোগ কাকে বলে?

উত্তরঃ কোনো দ্রব্য বা সেবার মধ্যে বিদ্যমান মানুষের অভাব পূরণ করার যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে উপযোগ বলে?

২। চাহিদা কী?

উত্তরঃ চাহিদা বলতে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্খা,প্রত্যাশা বা অভাবকে বুঝায়।

৩। শূন্য প্রান্তিক উপযোগ কী?

উত্তরঃ যখন কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগের মাধ্যমে যদি মোট উপযোগের পরিবর্তন না ঘটে বা স্থির থাকে তখন হবে শূন্য প্রান্তিক উপযোগ।

৪। চাহিদার কয়েকটি নির্ধারকের নাম লিখ?

উত্তরঃ সময়,আয়,বাজাওে ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি।

৫। ঢাল কী?

উত্তরঃ স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত যদি রেখার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তাই হলো ঐ রেখার ঢাল।

৬। চলক কাকে বলে?

উত্তরঃ গণিত শাস্ত্রে এবং অর্থনীতিতে ব্যবহৃত যেসব বিষয় বা রাশির মান পরিবর্তিত হয় তাকে চলক বলে।

৭। পরিবর্তক দ্রব্য কাকে বলে?

উত্তরঃ দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে যদি অন্যটি ব্যবহার করা হয় তবে তাদেরকে পরিবর্তক দ্রব্য বলে।

৮। অপেক্ষক কী?

উত্তরঃ দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে গাণিতিক উপায়ে প্রকাশের পদ্ধতিই অপেক্ষক।

৯। বাজার ভারসাম্য কী?

উত্তরঃ যেসব বাজার ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাহিদা ও অতিরিক্ত যোগান থাকে না চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য থাকে তাই বাজার ভারসাম্য।

১০। ধ্রুবক কী?

উত্তরঃ যেসব বিষয় বা রাশির মান একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সবসময় স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে তাই ধ্রুবক।

১১। যোগান বিধি কী?

উত্তরঃ সাধারণত কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে।

দাম ও যোগানের মধ্যকার এরুপ সমমুখী সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে যোগান বিধি বলে।

১২। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

উত্তরঃ দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন হয় তার মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

১৩। চাহিদার সংকোচন কী?

উত্তরঃ কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে সাধারণত চাহিদার পরিমাপ কমে যায়। এভাবে চাহিদা কমে যাওয়ার প্রবণতাই চাহিদার সংকোচন।

<u>পড়ার সুবিধার্তে</u>

১। ধ্রবক = 20,10

২। চলক = Qd,p

৩। স্বাধীন চলক =p

৪। অধিন চলক =Qd

৫। সহগ =10

৬। ঢাল = -10

৭। ছেদক = 20

৮। পরামিতি =a,b

Qd=20-10p

Qd=a-bp

১। ধ্রবক কাকে বলে?

উত্তরঃ গনিত সাস্ত্রে যে সকল রাশির মান পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রবক বলে।

২। চলক কাকে বলে?

উত্তরঃ গনিত সাস্ত্রে যে সকল রাশির মান পরিবর্তন হয় তাকে চলক বলে।

৩। চলক কত প্রকার?

উত্তরঃ দুই প্রকার। ১.স্বাধীন চলক ২. অধীন চলক

৪। স্বাধীন চলক কাকে বলে?

উত্তরঃ যে চলক নিজে নিজে মান নিতে পারে অন্য চলকের কাছে নির্ভশীল থাকে না তাকে স্বাধীন চলক।

৫। অধীন চলক কাকে বলে?

উত্তরঃ যে চলক অন্য চলকের উপর নির্ভশীল তাকে অধীন চলক বলে।

৬। পরামিতি কাকে বলে?

উত্তরঃ যে ধ্রুবকের মান অজানা থাকে তাকে পরামিতি?

৭। ঢাল কাকে বলে?

উত্তরঃ স্বাধীন চলকের মানের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের মানের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে ঢাল বলে।

৮। সহগ কাকে বলে?

উত্তরঃ স্বাধীন চলকের সাথে যেটা গুণ আকারে থাকবে চিহ্ন ছাড়া তাকে বলা হয় সহগ।

৯। ছেদক কাকে বলে?

উত্তরঃ স্বাধীন চলকের মান ০ হলে অধীন চলকের মানকে বলা হয় ছেদক।

অনুধাবনমূলক

১। মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ একটি দ্রব্যের মোট উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ সূন্য হয়। এর কারণ হচ্ছে কোনো একটি দ্রব্যের উপযোগ অন্যান্য অবস্থা স্থিও থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি করলে দ্রব্যটি ব্যবহারের ক্ষেএে কার্যত এর ক্ষমতা হ্রাস পায় । ফলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ অবস্থায় এ দ্রব্য থেকে অতিরিক্ত কোনো সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

২। চাহিদা বিধি কী সর্বদা কার্যকর ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের দাম কমলে তারচাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। দাম ও চাহিদার সধ্যে ক্রিয়াশীল বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। অর্থনীতিবদি এ মার্শাল বলেন, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম কমলে চাহিদার পরিমান বাড়ে দাম বাড়লে চাহিদার পরিমান কমে। সুতরাং যে রেখাতে দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় যে রেখা দ্বারা চাহিদা বিধি কার্যকর হওয়াকেই নির্দেশ করে।

৩। চাহিদা ও যোগান বিধির মৌলিক পার্থক্যগুলো লিখ।

উত্তরঃ কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক যে বিধির মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে। আর কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার যোগানের পরিমাণের সম্পর্কযে বিধির মাধ্যমে দেখানো হয় যোগান বিধি বলে।

চাহিদা বিধিতে দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের ধনাত্মক সম্পর্কপ্রকাশ করা হয় । অন্যদিকে যোগান বিধিতে দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়।

অধ্যায় ঃ ১০ম

১। মুদ্রা কি?

উত্তরঃ যা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের ভান্ডার,মূল্যের পরিমাপক হিসাবে কাজ করে তাই মুদ্রা।

২। অসীম বিহিত মুদ্রা কী?

উত্তরঃ লেনদেনের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তা যে অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায় তাই অসীম বিহিত মুদ্রা।

৩। আমানত কাকে বলে?

উত্তরঃ জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ যখন বানিজ্যিক ব্যাংকে জমা রাখে তখন তাকে আমানত বলে।

৪। মুদ্রার মূল্য কী?

উত্তরঃ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়?

৫। অর্থের প্রচলন গতি কাকে বলে?

উত্তরঃ কোনে নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য এক একক অর্থ কতবার হাতবদল বা ব্যবহার হয়েছে তাই অর্থের প্রচলন গতি।

৬। মুদ্রা বাজার পরিচালনা করে কে?

উত্তরঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৭। বাণিজ্যিক ব্যাংক কী?

উত্তরঃ যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহন করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

৮। বাংলাদেশে র ব্যাংকের কার্যক্রম কবে থেকে শুরু হয়?

উত্তরঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৯। বাংলাদেশের দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম লিখ?

উত্তরঃ সোনালী এবং রূপালী ব্যাংক।

১০। অনলাইন ব্যাংকিং কী?

উত্তরঃ অনলাইন ব্যাংকিং হলো ইন্টারনেট ব্যাংকিং হলো নিরাপদ ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ক্রেতাদের সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

চতুর্থ অধ্যায়

১। বাজার বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো দ্রব্য কে বুঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয় হয়।

২। ফার্ম কী?

উত্তরঃ অনেক গুলো ছোট ছোট প্লান্ট নিয়ে ফার্ম গঠিত।

৩। শিল্প কী?

উত্তরঃ অনেক গুলো ফার্ম মিলে একটি শিল্প গঠিত হয়।

৪। অলিগোপলি বাজার কী?

উত্তরঃ যে বাজারে বিক্রেতা দুয়ের অধিক কিন্তু খুব বিশি নয়, তাকে অলিগোপলি বাজার বলে।

৫। একচেটিয়া বাজার কী?

উত্তরঃ যে বাজারে একজন বিক্রেতা থাকে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

৬। মনোপসনি বাজর কী?

উত্তরঃ যে বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা থাকে তাকে মনোপসনি বাজার বলে।

৭। ডুয়োপলি বাজার কী?

উত্তরঃ যে বাজারে দুইজন বিক্রেতা থাকে এবং একজনের সিদ্ধান্তে আরেকজন কে প্রভাবিত করে তাকে ডুয়োপলি বলে।

৮। জাতীয় বাজার কী?

উত্তরঃ কোনো দ্রব্যের বাজার সারা দেশব্যাপী হলে, তাকে জাতীয় বাজার বলে।

৯। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার কী?

উত্তরঃ পূর্ন প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামোর দ্বারা এরুপ বাজারকে বোঝায় যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বাধীনভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে সদৃশ পণ্য সামগ্রী বা সেবা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউই নিজ কার্যকলাপের মাধ্যমে বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না।

১০। ডুয়োপসনি বাজার কী?

উত্তরঃ যে বাজারে দুই জন ক্রেতা থাকে এবং একজনের সিদ্ধান্তে আরেকজন কে প্রভাবিত করে তাকে মনোপসনি বাজার বলে।

১১। আন্তর্জাতিক বাজার কী?

উত্তরঃ কোনো দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে সিমাবদ্ধ না খেকে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হলে সে বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে।

১২। বাইলেটারেল মনোপলি বাজার কী?

উত্তরঃ যে বাজারে ক্রেতা একজন বিক্রেতাও মাএ একজন সেরুপ বাজারকে বাইলেটারেল মনোপলি বাজার বা দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে।

Mono - এক

Duo - দুই

Oligo – মুষ্টিমেয় অথবা দুয়ের অধিক

Poly – বিক্রেতা

Sony - ক্রেতা

তৃতীয় অধ্যায়

১। উৎপাদন কী?

উত্তরঃ উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উৎপাদন।

২। স্বল্পকাল কী?

উত্তরঃ

৩। উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে?

উত্তরঃ উৎপাদন অপেক্ষকে যদি স্থির উপারণের সাথে পরিবর্তনশীল উপকরন বিবেচনা করা হয়, তাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

৪। উৎপাদন বিধি কি?

উত্তরঃ উপকরণ নিয়োগের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণে যেনিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন হয় তাই উৎপাদন বিধি।

৫। মাএাগত উৎপাদন বিধি কত প্রকার?

উত্তরঃ মাত্রাগত উৎপাদন তিন প্রকার।

৬। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধি সম্পর্কে কে প্রথম ধারনা দেন?

উত্তরঃ

৭। ব্যয় অপেক্ষকের গাণিতিক রুপটি লিখ?

উত্তরঃ

৮। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় কত?

উত্তরঃ

৯। প্রান্তিক আয়ের সূএটি লিখ?

উত্তরঃ